দৈনিক সংবাদ

তারিখ SEP. 0 8 1999
পৃষ্ঠা ..৯.. কলাম ..২..

বিশেষ ক্রোড়পত্র

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯

৮ সেপ্টেম্বর

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

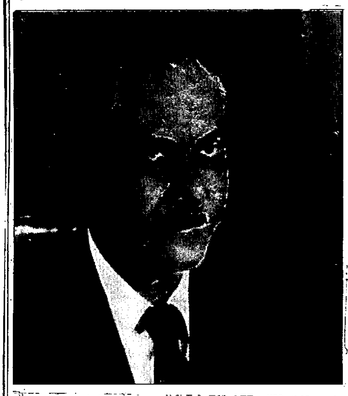

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণে এই দিবস উদযাপন কাঙ্খিত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

শিক্ষার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। দেশের অনগ্রসর ও সুযোগ-বঞ্চিত মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। দু'হাজার সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার হার শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীত এবং দু'হাজার ছয় সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরতামুক্ত করার ক্ষল্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার প্রায় ৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা মানব সম্পদ উন্নয়নের পথে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯'ও জাতীয় পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৯ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমাজের সর্বস্তরে উদ্দীপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের সকল নাগরিকের শিক্ষার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের সরকারও নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করার নীতিতে বিশ্বাসী। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। দেশে ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশে উন্নীত করা ও ২০০৬ সালের মধ্যে জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের সাক্ষরতার প্রাক্কলিত হার ৫৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশ ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে। এ পুরস্কার শিক্ষার আলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে দেশের জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। এ উদ্দেশ্য সাধনে দেশবাসীকে দলমত নির্বিশেষে একাত্ম হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাই। সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় আমরা নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস (০৮ সেপ্টেম্বর) ও জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৯-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

বাণী

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা প্রসারের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারকে সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার সেই কাঙ্খিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার অঙ্গীকার ঘোষণা প্রদান করেছেন।

এ লক্ষ্যে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে আগামী শতাব্দীর সভ্যতার উপযোগী জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ সকল কর্মসূচী গ্রহণের ফলে বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫৮ তে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল কর্মসূচী অনুযায়ী ২০০৬ সালের পূর্বেই সারা দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব হবে।

ইতোমধ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাফল্য সরকার ও জনমনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এ কর্মসূচীর সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এশিয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে। এ পুরস্কার প্রাপ্তি বর্হিবিশ্বে দেশ ও জাতির পরিচিতিকে বৃদ্ধি করেছে এবং বয়ে এনেছে বিরল সম্মান।

নব্য সাক্ষরদের অর্জিত শিক্ষার স্থায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি সাম্প্রতিকালে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অব্যাহত শিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে নব্য সাক্ষরগণ তাদের অর্জিত সাক্ষরতা চর্চার পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী অর্জিত দক্ষতার সাথে সংগতি রেখে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে সহজ জীবন যাপনে সক্ষম হতে পারবে।

সবার আন্তরিক সহযোগিতা পেলে আমরা একটা কুসংস্কারমুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ী জনগোষ্ঠী নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দেশব্যাপী বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ১৯৯৯ উদযাপন জনগনের মনে প্রভাব ফেলবে বলে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি। আমি এ দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ এস এইচ কে সাদেক
মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে। উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য দিবসটির তাৎপর্য অনেক বেশী। শিক্ষা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বোধ জাগ্রত করার মধ্যেই দিবসটির তাৎপর্য নিহিত।

শিক্ষা হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের রক্ষাকবচ। উন্নয়ন কার্যক্রম সফল করার মৌলিক সহায়ক শক্তি সাক্ষর জন সম্পদ। দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলে তা কখনই সাফল্য লাভ করতে পারেনা। এই সত্য উপলব্ধি থেকেই সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

দেশের দরিদ্র ও অনগ্রসর পরিবারের শিশু-কিশোর ও বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। ইতোমধ্যে এই কর্মসূচীর সফলতা বাংলাদেশের জন্য দুর্লভ ইউনেস্কো পুরস্কার লাভের গৌরব বয়ে এনেছে।

এবারের সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় অব্যাহত শিক্ষা। মানব সম্পদ উন্নয়নে অব্যাহত শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। অব্যাহত শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত সাক্ষরতা চর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডঃ সা'দত হুসাইন
সচিব, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

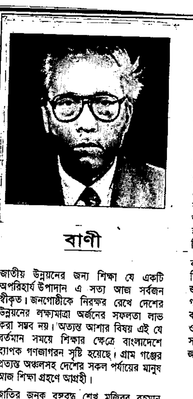

বাণী

জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা যে একটি অপরিহার্য উপাদান এ সত্য আজ সর্বজন স্বীকৃত। জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত আশার বিষয় এই যে বর্তমান সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ব্যাপক গণজাগরন সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম গঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ আজ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাক্ষর জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ সরকারীকরণ করে নবগঠিত জাতির শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

এ উপলক্ষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বেসরকারী সংস্থা এবং সরকারের প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে দেশের জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দানের কার্যক্রম চলছে। সমাজের সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতায় সরকার যথাসময়ে অঙ্গীকার পূরণে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সাক্ষরতার প্রাক্কলিত হার ৫৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ সফলতার কারণেই এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশ ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছে। এ পুরস্কার প্রাপ্তি আমাদের এই বিশ্বাসকে আরো অগ্রসরমান করেছে।

বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ উদযাপন দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে সাক্ষরতা সম্পর্কে গণসচেতনতা ও আত্মোপলব্ধির বিকাশ ঘটাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সতীশ চন্দ্র রায়
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার